তারিখ 30 JUN 2016
পৃষ্ঠা … কলাম …

সংবাদ

ভর্তি বাণিজ্যে বঞ্চিত মেধাবীরা

নওগাঁ সরকারি কলেজ

প্রতিনিধি, নওগাঁ

নওগাঁ সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বাণিজ্যের কারনে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সৃষ্ট দ্বন্দে পিয়ন লাঞ্চিত ও অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে। রোববার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সিরিয়ালের অনিয়ম করে অপেক্ষমাণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভর্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ কারণে ভর্তিযোগ্য শতাধিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, গত রোববার সকাল থেকেই একাদশ শ্রেণীতে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি চলছিল। কিন্তু হঠাৎ দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রলীগ পরিচয়দানকারী কয়েকজন এসে বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি ফরম হাতে ভর্তি কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় দায়িত্বরত পিয়ন গুলবার রহমান বাধা দিলে ওই পিয়নকে এলোপাথাড়ি মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনার পর ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেব মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে সব বিভাগে ভর্তি বন্ধ করে দেন অধ্যক্ষ। অপর দিকে ছাত্রলীগের মেহেদি হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন এসে ঘটনার প্রতিবাদ জানালে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে দু'গ্রুপ গিয়ে কলেজ অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি মিমাংসা করার জন্য জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রহমানিয়া রিজভী ও সাধারণ সম্পাদক বিমান কুমার ঘটনা স্থলে আসেন। অধ্যক্ষের কক্ষে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহার চেষ্টা করে। ঘটনার বিষয়ে জেলার বদলগাছী উপজেলা থেকে আসা সিয়াম ও তুফান নামে দুই শিক্ষার্থী জানান, নিয়ম অনুযায়ী আজকে ভর্তির কথা ছিল তাদের। কিন্তু তারা কলেজে এসে দেখেন তাদের ভর্তি না করে পরের সিরায়ালগুলোর শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়েছে। তবে যারা ভর্তি হয়েছে তাদেরকেও দিতে হয়েছে প্রায় ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। সন্তানকে ভর্তি করাতে না পেরে অভিভাবকদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে চাপা ক্ষোভ। এ বিষয়ে সালাউদ্দিন নামে একজন অভিভাবক বলেন, এখন চাকরির পাওয়ার চেয়েও ভর্তি হওয়া অনেক কঠিন। সকাল থেকে সিরিয়ালে বসে থেকে আমার মেয়েকে ভর্তি করাতে পারলাম না। আমরা কোন দেশে বাস করছি। আমার মেয়েকে যদি শেষ পর্যন্ত ভর্তি করাতে না পারি তবে তার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড.এস এম জিল্লুর রহমান জানান, আমরা নিয়ম অনুসারেই ভর্তি কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে ছাত্রলীগ নামধারী স্বপনের নেতৃত্বে কয়েকজন এসে পিয়নকে মেরে কলেজ ক্যাম্পসে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারা ভর্তির সিরিয়াল ব্রেক করে জোর পূর্বক ভর্তির কোডপিন নিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমত শিক্ষার্থী ভর্তির চেষ্টা করে। এই কারনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আমরা ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেই। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যারা আজ ভর্তি হতে পারেনি তাদের আর কোন প্রকার ভর্তির সুযোগ নেই।

মেধাভিত্তিক ভর্তির দাবিতে মানববন্ধন

কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। মেধার ভিত্তিতে অপেক্ষমান তালিকা সঠিকভাবে অনুসরণ না করে ভর্তির শেষ দিন গত সোমবার অর্থের বিনিময়ে অনেক নিচের ক্রমিক থেকে ভর্তি করা হয়েছে। অথচ প্রথম দিকের ক্রমিক থেকে অনেকেরই ভর্তি নেয়া হয়নি বলে ভর্তিচ্ছুকরা অভিযোগ করেছেন। এর প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভ ও মানাববন্ধন করেছেন। এক ছাত্রী ভর্তির দুশ্চিন্তায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কাউকে কাউকে কান্নাকাটি করতেও দেখা গেছে। গত সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত ছিল ভর্তির শেষ সময়। ভর্তির জন্য কলেজের নোটিশ বোর্ডে নোটিসও টানানো রয়েছে। অথচ কলেজ কর্তৃপক্ষ নোটিশও অবজ্ঞা করেছেন বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করেন। জানা গেছে, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে শূন্য আসন রয়েছে ৩৯০টি। দেখা গেছে, গতকাল সোমবার অপেক্ষমান তালিকার ৮৬ ক্রমিকের সামিনা খাতুন ভর্তি হতে গিয়েও ভর্তি হতে পারেননি। আবার ২৭৯ ক্রমিকের রুবিনাও ভর্তি হতে পারেননি। এরকম বহু ছাত্রী ভর্তি হতে না পেরে কলেজ কার্যালয়ের সামনে ভিড় করে বিক্ষোভ শুরু করলে এক পর্যায়ে পুলিশ ডেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। অবশেষে ছাত্রীরা দুপুরের পর শহরের কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করে এর প্রতিবাদ জানান। এসময় করিমগঞ্জের হাত্রাপাড়া এলাকার সোমা আক্তার নামে এক ছাত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সদর উপজেলার দরিদ্র রিক্সাচালক মজিবুর রহমানের মেয়ে ফাল্গুনি আক্তারও অপেক্ষমান তালিকায় স্থান পেয়েও ভর্তি হতে পারেননি। তাকে কলেজ গেট থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এসময় ফাল্গুনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। ভর্তিচ্ছুকরা অভিযোগ করেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে বহিরাগত লোকজন ফরম সংগ্রহ করে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে। তবে ভর্তি কমিটির আহবায়ক সহকারি অধ্যাপক মাসুদুল ইসলামকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ২৫ জুন থেকে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর জন্য ক্রমিক নম্বর অনুসারে আলাদা আলাদা তালিকাও করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকে নির্ধারিত তারিখে না আসায় ভর্তি হতে পারেননি।